গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম।
(এনজিও সেল)
www.chittagong.gov.bd

এনজিও বিষয়ক মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী:-

সভাপতি : জনাব আবুল বাসার মোহাম্মদ ফখরুজ্জামান, জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম।
সভার স্থান : জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষ, চট্টগ্রাম।
তারিখ : ১৬ জুলাই, ২০২৪ খ্রি.।
সময় : বেলা ০৩.৩০ ঘটিকা।
উপস্থিত সদস্যদের তালিকা : পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য

চট্টগ্রাম জেলার এনজিও বিষয়ক মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থিত বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিবৃন্দ, এনজিও সংস্থাসমূহের প্রধান ও প্রতিনিধিগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। অত:পর বিগত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও অদ্যকার সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভা পরিচালনার জন্য অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), চট্টগ্রামকে অনুরোধ করা হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), চট্টগ্রাম বিগত সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন করেন। কোনো সংশোধনী না থাকায় বিগত সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অত:পর এনজিও সংস্থাসমূহ কর্তৃক গৃহীত ও বাস্তবায়িত কার্যাবলি আলোচনা করার জন্য উপস্থিত সকলকে অনুরোধ করা হয় এবং নিম্নবর্ণিত আলোচনা ও সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:-

ক্রম	আলোচ্য বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
১	বিগত ১১.০৬.২০২৪ খ্রি. তারিখের সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শোনানো হয় এবং কোনরূপ সংশোধনী না থাকায় তা দৃঢ়ীকরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	কার্যবিবরণী অনুমোদিত।	জেলা প্রশাসন চট্টগ্রাম।
২	সভার সভাপতি ও জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম বাংলাদেশের চলমান উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনগনকে দেওয়া প্রতিটি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাঁর নেতৃত্বে দেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল। দেশ ও মানুষের কল্যাণে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে তিনি মেধা ও শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন। তিনি বলেন, প্রতিটি ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার সাফল্যের যে স্বাক্ষর রেখে চলেছেন তা আজ দেশ ও আন্তর্জাতিক সর্বমহলে স্বীকৃত ও প্রশংসিত বলে তিনি উল্লেখ করেন। বিশেষ করে বাংলাদেশে একের পর এক বাস্তবায়নকৃত মেগা প্রকল্প। সভায় বিগত মাসে ঘূর্ণিঝড় 'রেমালের' আঘাতে জেলার বিভিন্ন উপকুলীয় এলাকায় ক্ষয়ক্ষতির কথা উল্লেখ করেন। বিশেষ করে আকমল আলী ঘাট বেড়িবাঁধ জেলেপাড়া এলাকাটি ঘূর্ণিঝড় 'রেমালের' আঘাতে বেড়িবাঁধ ভেঙ্গে জেলেপাড়া এলাকায় বসবাসরত জেলে সম্প্রদায়ের মানুষের অনেক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়েছে। বিশেষ করে খাবার পানি, স্যানিটেশনসহ স্বাভাবিক জীবন যাপনে সমস্যায় পড়েছেন। তাই চট্টগ্রাম জেলায় কর্মরত এনজিও সংস্থা সমূহকে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের সাহায্যে এগিয়ে আসার আহবান জানিয়ে বক্তব্য শেষ করা হয়।	চট্টগ্রাম জেলায় কর্মরত এনজিও সমূহের আকমল আলী ঘাট (ফৌজদারহাট বন্দর সংযোগ সড়ক সন্নিকটে) এলাকায় সমূদ্রের তীরবর্তী স্থানে ঘূর্ণিঝড় 'রেমালের' আঘাতে জেলে সম্প্রদায়ের ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের সাহায্যে এগিয়ে আসার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	জেলা প্রশাসন ও এনজিও (সকল) চট্টগ্রাম।
৩	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(সার্বিক), চট্টগ্রাম সভায় উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন চট্টগ্রাম জেলায় কর্মরত এনজিও সংস্থা সমূহ সব সময় জেলা প্রশাসনের আহবানে সাড়া দিয়ে যেকোন কাজে এগিয়ে এসেছে। দেশের যেকোন দূর্যোগকালীন সময়েও বিশেষ করে প্রাকৃতিক দূর্যোগের সময় সচেতনতামূলক কার্যক্রম ও জনসাধারণকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রেও এনজিও সমূহ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। অন্য যেকোন জেলার চেয়ে চট্টগ্রামে কর্মরত এনজিও সমূহ সবচেয়ে বেশী সুসংগঠিত। তিনি এনজিওদেরকে সরকারের সহযোগী শক্তি হিসেবে কাজ করার জন্য প্রশংসা করেন। সচেতনতা ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে দেশ ও মানুষের কল্যাণে যেকোন ধরনের মহৎ কাজে এগিয়ে আসার জন্য সকলের প্রতি অনুরোধ জানান। তিনি বলেন আমরা চাইলে আমাদের যার যার অবস্থান থেকে অনেক ভালো কাজ করতে পারি। উপস্থিত সংস্থা প্রধানগণ ও প্রতিনিধিদের কাছে মানুষের কল্যাণে আমরা কি কি সেবামূলক কাজ করতে পারি এ বিষয়ে সবার উম্মুক্ত মতামত প্রত্যাশা করেন। সভায় উপস্থিত সকলে বিভিন্ন সেবামূলক কাজের বিষয় ধারণা প্রদান করেন। দেশে চলমান উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর কথা উল্লেখ করে সরকারের উন্নয়নমূলক কাজে সার্বিক সহযোগিতাসহ সামাজিক সেবামূলক কাজে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোকে এগিয়ে আসার আহবান জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।	এ সভায় আলোচ্য বিষয়ের উপর আলোচনা পরবর্তী যে সিদ্ধান্ত হয় তা যথাযথ ভাবে বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	জেলা প্রশাসন ও এনজিও (সকল) চট্টগ্রাম।

Scanned with CamScanner

৪.	আলোচনায় সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, এনজিও সেল, চট্টগ্রাম সভায় উপস্থিত সকলকে যথাসময়ে সভায় উপস্থিত থাকার জন্য ধন্যবাদ জানান এবং বলেন, সরকারের পাশাপাশি এনজিও সংস্থাগুলো দু:স্থ, অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির আর্থসামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কিন্তু তাদের কার্যক্রম অবশ্যই সরকার নির্ধারিত নিয়ম নীতি যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমেই করতে হবে। এ জন্য তাদের কার্যক্রমের যথাযথ মনিটরিং করা, সমস্যা সমাধানে পরামর্শ প্রদান ও সমন্বয় সাধন করার লক্ষ্যে মাসিক এনজিও সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রতিটি এনজিও তাদের চলমান প্রকল্পর কার্যক্রম বিষয়ে সরকারকে অভিহিত করবে। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে বেশির ভাগ এনজিও সংস্থা সমূহ তাদের উপযুক্ত প্রতিনিধি (সংস্থার অফিস প্রধান (চট্টগ্রামের)/নির্বাহী প্রধান) উপস্থিত থাকেন না। যার ফলে সংস্থার কার্যক্রম বিষয়ে উপস্থিত প্রতিনিধি সভায় যথাযথভাবে উপস্থাপন করেন না। যাহা কোনক্রমে কাম্য নয়। তিনি আরো বলেন, এনজিও সংস্থার প্রত্যয়নপত্র পাওয়ার আবেদনের আলোকে এ কার্যালয়ের একজন কর্মকর্তা কে তদন্তের জন্য দায়িত্ব প্রদান করা হয়। কিন্তু কিছু কিছু এনজিও সংস্থা তদন্তকারী কর্মকর্তাকে তাদের কর্তৃক সম্পাদিত প্রকল্পের কার্যক্রম তদন্তে কোন রকম সহযোগিতা করেন না। যার ফলে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা যথা সময়ে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করতে পারে না। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এনজিও কর্তৃক জেলা প্রশাসন হতে তদন্তের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকতাকে প্রকল্প কার্যক্রম তদন্তে সার্বিক সহযোগিতা করা একান্ত প্রয়োজন। তিনি উন্নয়ন সংস্থাসমূহকে সভায় আলোচ্য বিষয়ের উপর আলোচনা পরবর্তী যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তা যথাযথ ভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য সকলের প্রতি অনুরোধ জানান। দেশ ও জাতির কল্যাণে নিয়োজিত থেকে সমাজে পিছিয়ে পড়া অবহেলিত সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সুন্দর ও উন্নত জীবন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান ও সেবামূলক কাজে এগিয়ে আসার জন্য তিনি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহের প্রতি আহবান জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।	এনজিও সমুহের প্রকল্পে তদন্তের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসন হতে তদন্তের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রকল্প কার্যক্রম তদন্তে সার্বিক সহযোগিতা করার ও মাসিক এনজিও সমন্বয় সভায় উপযুক্ত প্রতিনিধি (সংস্থার অফিস প্রধান (চট্টগ্রামের)/নির্বাহী প্রধান) উপস্থিত থাকার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	জেলা প্রশাসন ও এনজিও (সকল) চট্টগ্রাম।
৫.	চট্টগ্রাম জেলা এনজিও সমন্বয়ক ও স্বপ্নীল ব্রাইট ফাউন্ডেশন এর নির্বাহী পরিচালক জনাব মোহাম্মদ আলী শিকদার সভায় উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, ঘূর্ণিঝড় রেমালের আঘাতে আকমল আলী ঘাট, বেড়িবাঁধ জেলেপাড়া এলাকাটি ভেঙ্গে তছনছ হয়ে যায়। জেলে সম্প্রদায়ের মানুষের এখন আর মাথা গোজার ঠাঁই নেই। সবকিছু হারিয়ে তারা বেড়িবাঁধের মূল ঢালে পরিবার পরিজন নিয়ে তারা অবস্থান করছে। খাবার পানি, স্যানিটেশন সংকট প্রকট আকার ধারণ করেছে। বর্তমানে তাদের খাবারের চেয়ে এই সমস্যাগুলো বেশি দেখা দিয়েছে। জেলা প্রশাসন, স্বপ্নীল ব্রাইট ফাউন্ডেশন ও আলহাজ্ব শামসুল হক ফাউন্ডেশন ৫০টি স্যানিটারী লেট্রিন এর ব্যবস্থা করলেও ঘূর্ণিঝড় রেমালে আঘাতে সব ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। জেলে পরিবারে বেড়ে উঠা ছেলেমেয়েদের আলোকিত ভবিষ্যৎ চিন্তা করে জেলা প্রশাসক স্যার এর নির্দেশনায় স্বপ্নীল ব্রাইট ফাউন্ডেশন উক্ত এলাকায় 'স্বপ্নীল মডেল একাডেমী' নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। যেখানে ১২০ জন ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় বিদ্যালয়টি স্থাপনের এক বছরের মধ্যে সমূদ্রের প্রবল ঢেউয়ের আঘাতে সেটাও বিলীন হয়ে গেছে। রেমাল আঘাত আনার মুহর্তেও জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দের একটি উচ্চ পর্যায়ের টিম সাথে নিয়ে আকমল আলী ঘাট জেলেপাড়া এলাকা পরিদর্শন করে একটি বাঁধ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বপ্নীল ব্রাইট ফাউন্ডেশন ও আলহাজ্ব শামসুল হক ফাউন্ডেশন এর যৌথ উদ্যোগে বিদ্যালয়টি পুনঃনির্মানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।	সভার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয় এবং সংস্থাটিকে কার্যক্রম অব্যাহত রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়।	সংশ্লিষ্ট এনজিও, চট্টগ্রাম।

Scanned with CamScanner

৬.	ঘাসফুল সংস্থার সমন্বয়ক, জনাব সিরাজুল ইসলাম সভায় উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন, ঘাসফুল সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের আওতায় সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে বিগত ০২ ও ০৩ জুলাই দুই দিন ব্যাপী চট্টগ্রাম মহানগরী, আনোয়ারা, পটিয়া, হাটহাজারী ও মিরসরাই উপজেলার চল্লিশটি শিক্ষা, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে সর্বমোট ৮ হাজার বিভিন্ন ফলজ ও বনজ, ঔষধি গাছের চারা বিতরণ ও রোপন করা হয়। ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্রের মাধ্যমে ২১০৪ জনকে শিক্ষা সেবা প্রদান, ৪০০ জন যুবাদের ৭টি কারিগরি ট্রেডের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান, যৌতুক ও নারী নির্যাতন সহ বিভিন্ন সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মসূচীর আওতায় ১৭৬৯ জনকে সচেতন করা হয় এবং ২টি বাল্য বিবাহ বন্ধ করা হয়। ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রাম এর আওতায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ৩৫৯জনকে পরিবার পরিকল্পনা, ১৫৭ জনকে সাধারণ চিকিৎসা সেবা, ১২ টি গার্মেন্টস এর মাধ্যমে ১৫৭৯জনকে বিভিন্ন চিকিৎসাসেবা, ১০জন নারী ও ৭৪জন শিশুকে টিকা, ২৩৬টি হেলথ কার্ড এর মাধ্যমে চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়। প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির কার্যক্রমে ১২৮ জনকে বয়স্কভাতা, ৪৯জন প্রবীণকে স্বাস্থ্য সেবা ও ১২৩জন উপকারভোগী সদস্যদের মাঝে স্বাস্থ্য সম্মত পয়:নিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট নির্মান করার সহায়তা প্রদান করা হয়।	সভার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানানো হয় এবং সংস্থাটিকে কার্যক্রম অব্যাহত রাখার পরামর্শ দেয়া হয়।	এনজিও (সকল) চট্টগ্রাম।
৭.	ব্র্যাক চট্টগ্রাম জেলা সমন্বয়ক জনাব মো: ইনামুল হাসান সভায় উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানান। তিনি ব্র্যাক চট্টগ্রাম জেলায় চলমান কর্মসূচী সমূহ পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে সকলকে অবহিত করেন। উক্ত সভায় চট্টগ্রামে ব্র্যাকের চলমান প্রোগ্রাম যেমন-মাইগ্রেশন প্রোগ্রাম, দক্ষতা উন্নয়ন প্রোগ্রাম, মাইক্রোফাইনান্স প্রোগ্রাম, আরবান ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম, জেন্ডার, জাস্টিস এন্ড ডাইভারসিটি প্রোগ্রাম, হেলথ প্রোগ্রাম, টিবি ও ম্যালেরিয়া প্রোগ্রাম এবং আলট্রা পুওর গ্রাজুয়েশন প্রোগ্রাম নিয়ে উপস্থাপন করা হয়। উল্লেখ্য যে, উক্ত সভায় ব্র্যাক মাইগ্রেশন এবং দক্ষতা উন্নয়ন প্রোগ্রামের চলমান সকল প্রকল্প নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা প্রেজেন্টেশন আকারে তুলে ধরা হয়। ব্র্যাকের চলমান কার্যক্রমের উপর প্রেজেন্টেশন শেষে উন্মুক্ত আলোচনায় হয়। তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।	সংস্থাটিকে কার্যক্রম অব্যাহত রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়।	সংশ্লিষ্ট এনজিও, চট্টগ্রাম।
৮.	দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র (ডিএসকে) এর প্রকল্প ব্যবস্থাপক আরেফাতুল জান্নাত সভায় উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন ১৯৯৮ সাল থেকে সারা বাংলাদেশ ব্যাপী (ডিএসকে) তাদের কার্যক্রম শুরু করে। আর্ন্তজাতিক দাতা সংস্থা 'ওয়াটারএইড বাংলাদেশ' এর সহায়তায় দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র (ডিএসকে) চট্টগ্রাম নগরের বস্তি পর্যায়ে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন প্রকল্প "ওয়াশ ফর আরবান পুওর" ফেইজ ২ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ০৭টি ওয়ার্ডে ২০২৩ সালের ১লা এপ্রিল থেকে মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত কমিউনিটি, স্কুল,মাদ্রাসা, স্ট্রিট হাইড্রেন, এস,টি,এস সহ সর্বমোট ৩৫ টি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। বর্তমানে প্রকল্প ২য় বছরের কার্যক্রম শুর করে, যা ২০২৬ সালের মার্চ মাসে শেষ হবে আশা করা যায়। নগরের ভাসমান মানুষের জন্য ডিএসকে নগরীতে ০৭টি অত্যাধুনিক পাবলিক টয়লেট নির্মাণ করেন, যেখানে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য পাবলিক টয়লেট এক্সেস কার্ড প্রদান করা হয়েছে। নগরের সী বিচ এলাকায় নাগরিক সুবিধার জন্য একটি অত্যাধুনিক পাবলিক টয়লেটের কার্যক্রম চলমান আছে। মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম এবং স্বাস্থ্য নিরাপত্তা স্কীম (এস,এন,এস) নিয়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন সহ সকল সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করে নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছি। চট্টগ্রামের যে সকল এনজিওরা সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে বাংলাদেশে সরকারের কার্যক্রমকে বেগবান করছে তাদের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করে তিনি বক্তব্য শেষ করেন।	সংস্থাটিকে কার্যক্রম অব্যাহত রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়।	সংশ্লিষ্ট এনজিও, চট্টগ্রাম।
৯.	রেডি (রিসার্চ ইভ্যালুয়েশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়াটিভ) সংস্থার প্রজেক্ট অফিসার জনাব মো: মাজেদুল হক সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন, রেডি কর্তৃক আয়োজিত দাতা সংস্থা গেইন এর	সংস্থাটিকে কার্যক্রম অব্যাহত রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়।	সংশ্লিষ্ট এনজিও, চট্টগ্রাম।

Scanned with CamScanner

	সহযোগীতায় পোশাক কারখানা ও কারখানা সংলগ্ন কমিউনিটিতে শ্রমিক ও তাদের পরিবারের পুষ্টি উন্নয়নের জন্য পুষ্টি সেবার সহজ প্রাপ্যতায় কর্মজীবিদের অংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণ (স্বপ্ন) প্রকল্পের আওতায় গার্মেন্টস কর্মীদের জন্য সরকারী ও বেসরকারী স্থানীয় সেবাদানকারী সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপন করা, কারখানা সংলগ্ন এলাকায় গার্মেন্টস কর্মীদের মাঝে পুষ্টি ক্যাম্পেইন করা, শ্রমিক এবং প্রকল্প এলাকার লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠী কমিউনিটি পুষ্টি কেন্দ্র থেকে সহজে পুষ্টিকর খাদ্যপণ্য ক্রয় করবে, লক্ষিত গার্মেন্টস শ্রমিকদের মাঝে আয়রন ট্যাবলেট বিতরণ করা ইত্যাদি।		
১০	এনজিও সংস্থা 'ব্র্যাক' কর্তৃক একটি তথ্যসমৃদ্ধ পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করা হয়। এনজিও সংস্থা 'ওসাফ' কর্তৃক আগামী আগস্ট, ২০২৪ এর জেলা এনজিও বিষয়ক মাসিক সমন্বয় সভায় পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	সভার পক্ষ থেকে এনজিও সংস্থা 'ব্র্যাক' কে ধন্যবাদ দেওয়া হয়।	সংশ্লিষ্ট এনজিও, চট্টগ্রাম।

পরিশেষে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সমূহকে দেশ ও জাতির কল্যাণে নিয়োজিত থেকে সমাজের অবহেলিত সুবিধা বঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠিকে স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়ন ও সেবামূলক কাজে এগিয়ে আসার আহবান জানানো হয়।

সভায় আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

আবুল বাসার মোহাম্মদ ফখরুজ্জামান
জেলা প্রশাসক
চট্টগ্রাম।
ফোন: ০২-৩৩৩৩৬৯৯৯৬ ফ্যাক্স: ০৩১-৬৩৫২৭২ ,০৩১-৬২০৫৭০
ইমেইল: dcchittagong@mopa.gov.bd

স্মারক নং -০৫.৪২.১৫০০.২০৮.১২.০০৩.২০২২- ২০২

তারিখ: ৩০ শ্রাবণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ / ১৪ আগস্ট ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি : সদয় অবগতি / কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে নহে):

১. মহাপরিচালক (গ্রেড-১), এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
২. বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ , চট্টগ্রাম।
৩. পুলিশ সুপার, চট্টগ্রাম।
৪. সিভিল সার্জন, চট্টগ্রাম।
৫ . উপ-পরিচালক ,স্থানীয় সরকার , চট্টগ্রাম।
৬. উপ-পরিচালক, জেলা সমাজসেবা অফিস, চট্টগ্রাম।
৭. উপ-পরিচালক, জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, চট্টগ্রাম।
৮. উপ-পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা / যুব উন্নয়ন অফিস, চট্টগ্রাম।
৯. উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অফিস, চট্টগ্রাম।
১০. নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অফিস, চট্টগ্রাম।
১১. উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, ... (সকল), চট্টগ্রাম।
১২. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ... (সকল), চট্টগ্রাম।
১৩. জেলা সমবায় কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম।
১৪. জেলা শিক্ষা অফিসার, চট্টগ্রাম।
১৫. জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, চট্টগ্রাম।
১৬. জেলা ত্রাণ ও পূনর্বাসন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম।
১৭. জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম।
১৮. সহকারী পরিচালক, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, চট্টগ্রাম।
১৯. গোপনীয় সহকারী, (জেলা প্রশাসক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২০. ..... এনজিও (সকল), চট্টগ্রাম।
২১ .অফিস কপি।

২২.০৮.২০২৪

আফরিন ফারজানা পিংকি
সহকারী কমিশনার
এনজিও সেল, চট্টগ্রাম।

Scanned with CamScanner